হাসাদাহ প্রেসক্লাবের উদ্দ্যোগে তালের বীজ রোপণ

জীবননগর উপজেলার হাসাদাহ প্রেসক্লাবের উদ্দ্যেগে হাসাদাহ তালপুকুর নামক স্থানে রাস্তার দুই পাশে তালের বীজ রোপণ করা হয়েছে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন হাসাদাহ প্রেসক্লাবের সভাপতি ডি.এম. মতিয়ার রহমান, সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান রিপন, সহ-সভাপতি সামছুল আলম , কোষাধাক্য বদরুজ্জামান শ্যামল, যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক মুন্সি কবির হোসেন, দপ্তর ও প্রচার সম্পাদক আল আমিন, নির্বাহী সদস্য কবির আহম্মদ, বিপলুর রহমান, লিমন হোসেন।

আরো উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রহমান, সাকিল আহমেদ, রুমন খান এবং এলাকার আরো অনেকেই ।

উপস্থিত সকলেই বলেন, তাদের এই তাল বীজ রোপণের কাজ অব্যাহত থাকবে।

জীবননগরে পুকুরে ডুবে মাদরাসা শিক্ষার্থীর মৃত্যু

জীবননগরে পুকুরের পানিতে ডুবে এক মাদরাসা ছাত্রের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল সোমবার দুপুর ১ টার সময় জীবননগর পৌর সভার ৩নং ওর্য়াড রাজনগর পাড়ায় এ ঘটনা ঘটে।

নিহত মাদরাসা ছাত্র রাজনগর পাড়ার আঃ জলিলের ছেলে আব্দুল্লাহ (০৯। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, প্রতি দিনের ন্যায় গতকাল দুপুরে বন্ধুদের সাথে খেলা করছিল, এ সময় বাড়ির পাশে একটি পুকুরের মধ্যে পড়ে যায়।

বন্ধুরা চিৎকার করলে প্রতিবেশীরা ছুটে এসে পানির মধ্যে থেকে

গুরুত্বর আহত অবস্থায় মাদরাসা ছাত্র আব্দুল্লাহকে উদ্ধার করে জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্ ্ের নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্ ্েরর মেডিক্যাল অফিসার ডাঃ পার্থ সারতিপাল বলেন, পানিতে ডুবে যাওয়া বাচ্ছাটি হাসপাতালে নেওয়ার আগেই তার মৃত্যু হয়।

জীবননগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম বলেন, যেহেতু বাচ্ছাটি পানিতে ডুবে মারা গেছে সে কারণে পরিবারের পক্ষ থেকে কোন অভিযোগ না থাকায় জীবননগর থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা হয়েছে।

এদিকে সন্তানকে হারিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছেন মাদরাসা ছাত্র আব্দুল্লাহর পরিবার ।

চুয়াডাঙ্গা সিভিল সার্জন কার্যালয়ের স্টোর কিপার পিয়াসের কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ

চুয়াডাঙ্গা সিভিল সার্জন অফিসের স্টোর কিপার হাফিজ বিন ফয়সাল ওরফে পিয়াসের বিরুদ্ধে সরকারী ঔষধ ও চিকিৎসা সামগ্রী খোলা বাজারে বিক্রি করে কোটি কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে। ইতোমধ্যে পিয়াসের বিরুদ্ধে ওঠা গুরুতর সব অভিযোগ আমলে নিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন। শুরু হয়েছে অনুসন্ধান। অনুসন্ধানের অংশ হিসেবে সম্প্রতি দুদকের সমন্বিত কুষ্টিয়া কার্যালয়ে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালসহ তিনটি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্টোর কিপারদের বক্তব্য নেওয়া হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, চুয়াডাঙ্গা সিভিল সার্জন অফিসে ২০১০

সাল থেকে স্টোর কিপার হিসেবে কর্মরত রয়েছেন হাফিজ বিন ফয়সাল ওরফে পিয়াস। তিনি যোগদানের পর থেকে কেন্দ্রীয় ঔষধাগার থেকে বরাদ্দকৃত ঔষধ ও চিকিৎসা সামগ্রী সদর হাসপাতালসহ তিনটি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে সরবরাহ করে আসছিলেন। দীর্ঘ বছর ধরে অভিযোগ ওঠে তিনি ঔষধ ও চিকিৎসা সামগ্রী সদর হাসপাতাল ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে সরবরাহ না করে খোলা বাজারে বিক্রি করে কয়েক কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছেন। এই অভিযোগের পর দুর্নীতি দমন কমিশন তদন্তের প্রক্রিয়া শুরু করেছে।

স্টোর কিপার পিয়াসের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের প্রেক্ষিতে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্টোর কিপারদের বক্তব্য নেয়ার জন্য অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা দিন নির্ধারন করে নোটিশ দেন। সম্প্রতি সদর হাসপাতালের স্টোর কিপার হাদিউজ্জামান, জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্টোর কিপার শামসুল হক, দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্টোর কিপার হুমায়ুন কবীর ও আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্টোর কিপার জহুরুল হক কুষ্টিয়ার দুদক সমন্বিত কার্যালয়ে তাদের স্ব স্ব বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন।

সূত্র জানায়, সিভিল সার্জন অফিসের স্টোর কিপার পিয়াসের কার্যালয় এতটা বছর স্থানীয় উশৃংখল যুবকদের আড্ডা ও নেশাখানা হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। দিনের বেলাতেও চলে আসছে ফেন্সিডিলের আসর। যাকে তাকে অপমান করাই হচ্ছে পিয়াসের প্রথম কাজ। সিভিল সার্জন অফিসের কেউ প্রতিবাদ করার সাহস পান না। এমনকি সিভিল সার্জনও না। স্টোর কিপার পিয়াসের সব অপকর্ম চোখে দেখেও ভয়ে সবাই না দেখার ভান করে চলেন। সূত্র জানায়, পিয়াস এ পর্যন্ত ৮ থেকে ১০ কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছেন। দুর্নীতি দমন কমিশনের তদন্তে সব বেরিয়ে আসবে বলে আশা করছেন সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো।

এ ব্যাপারে সিভিল সার্জন কার্যালয়ের স্টোর কিপার হাফিজ বিন ফয়সাল ওরফে পিয়াস জানান, তার বিরুদ্ধে আনা সব অভিযোগ মিথ্যা।

তিনি বলেন, আমার অফিসের কেউ প্রতিহিংসা পরায়ন হয়ে অথবা বাইরের কেউ হয়রানি করতে দুদকের কাছে এসব অভিযোগ করেছে।

চুয়াডাঙ্গা সিভিল সার্জন ডা. এএসএম মারুফ হাসান জানান, এক বছরের বেশী সময় ধরে দুদক মামলাটি অনুসন্ধান করছে। অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা দুদকের উপসহকারী পরিচালক মো. নাসরুল্লাহ হোসাইন গত

এক বছরের ঔষধ ও চিকিৎসা উপকরণের প্রাপ্তি ও ক্রয়, সরবরাহ, বিতরণ বিষয়ক প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সরেজমিন দেখেছেন এবং বেশকিছু ফটোকপি করে নিয়েছেন।

তিনি বলেন, ঘটনাকাল ২০১৭ সাল। সে সময় সিভিল সার্জনের দায়িত্বে ছিলেন ডা. রওশন আরা বেগম। তিনি এ ব্যাপারে ভাল বলতে পারবেন। তবে অবসরপ্রাপ্ত সিভিল সার্জন ডা. রওশন আরা বেগমের মোবাইলে একাধিকবার রিং করার পরও তিনি রিসিভ করেননি। ফলে তার বক্তব্য নেওয়া সম্ভব হয়নি।

দর্শনায় ২৪ বোতল ফেন্সিডিলসহ ৩ জন আটক

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা থানার ওসি মাহবুবুর রহমানের নেতৃত্বে গতকাল বিকেল সাড়ে ৫ ঘটিকার সময় এস,আই মাজহারুল ইসলাম, এ এস আই মহিউদ্দিন এবং সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে অভিযান চালিয়ে মহিলা সহ ৩ জন আসামিকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তারকৃত আসামিরা হলেন মোঃ মোখলেছুর রহমান (৪০) দর্শনার আকন্দবাড়িয়া (তমালতলা) পিতা-মৃত আব্দুর রশিদ, মোছাঃ সালমা খাতুন(৩২) স্বামী মোঃ মোখলেছুর রহমান, গ্রাম আকন্দবাড়িয়া (তমালতলা), মোছাঃ মাছুরা খাতুন (৩৯), স্বামী- মোঃ আবুল কালাম, গ্রাম আকন্দবাড়ী (তমালতলা)।

দর্শনা থানা পুলিশ জানায় ০১ নং আসামির বসত বাড়ির ভিতরে মাদক ক্রয়-বিক্রয় কালে ২৪ (চব্বিশ) বোতল ফেন্সিডিল সহ ০১(এক) জন পুরুষ এবং ০২ (দুই) জন মহিলা কে গ্রেফতার করা হয়।

হাসাদাহে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা না থাকায় ১০০ পরিবার পানিবন্দী

জীবননগর উপজেলা হাসাদাহ বাজার থেকে মহেশপুর সড়কের ড্রেনটি বেশ কিছুদিন যাবত নষ্ট হয়ে রয়েছে। এতে ১০০ পরিবার দীর্ঘদিন যাবত জলাবদ্ধতায় বন্দী হয়ে রয়েছেন।

বর্ষার পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা না থাকায় মহল্লাহবাসী পরিবার-পরিজন ও গরু, ছাগল, মুরগী-পাখি নিয়ে পড়েছে মহা বিপদে। একটি মাত্র ড্রেন দীর্ঘদিন যাবত অচল অবস্থায় রয়েছে, ফলে পানি নিষ্কাশনের কোন ব্যবস্থা না থাকায় এই সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে বলে সকলের অভিযোগ।

আর এই পানি বন্দীর কারণে মহল্লায় বসবাসকারী অনেকের শরীরে পানিবাহিত বিভিন্ন রোগ উপসর্গ দেখা দিয়েছে। বর্তমানে ঐ মহল্লাবাসী অত্যন্ত মানবেতর জীবন যাপন করছে।

বিষয়টি নিয়ে মহল্লাবাসীর আহছান খন্দকার, আবু জাফর, মশিয়ার রহমানসহ অনেকে অভিযোগ করে বলেন যে, আমাদের হাসাদাহ বাজার থেকে মহেশপুর সড়কে পানি নিষ্কাশনের জন্য একটি ড্রেন নির্মাণ করা হয়েছিল।

কিছুদিন ড্রেনটি সচল থাকলেও কিছু অসাধু ব্যক্তির নিজেদের স্বার্থে সামনের অংশের ড্রেনের উপরে ময়লা আর্বজনা, ইট, বালি দিয়ে ড্রেনটি বন্ধ করে রেখেছে। ফলে ড্রেনটির পানি চলাচল একেবারেই বন্ধ হয়ে রয়েছে। এতে আমাদের বাড়ির উঠোনে এক হাটু পানি রয়েছে। এ্ই সমস্যাটি দীর্ঘদিন যাবত অল্প একটু বৃষ্টি হলেই জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। কারণ পানি বের হবার মত তেমন কোন ব্যবস্থা নেই।

হাসাদাহ ইউনিয়ের ৬নং ওয়ার্ডের মেম্বর কবির আহম্মদ বলেন, আমার বাড়ী ওই রাস্তা দিয়ে যেতে হয়। একবার বাড়ী থেকে বের হলে আর বাড়ীতে যেতে মন চায় না। ড্রেনের সমস্যাটি নিয়ে অনেকের সাথে কথা বলেছি, দেখা যাক কি হয় শেষ পর্যন্ত।

এ বিষয়টি নিয়ে জীবননগর উপজেলা চেয়ারম্যান হাজী হাফিজুর রহমান

বলেন, বিষয়টি আমি জেনেছি এবং পরির্দশনে মহল্লাবাসীর সাথে কথা বলেছি। তাদের এ সমস্যাটি দ্রুত সমাধান করবেন বলে সাংবাদিকদের জানান তিনি।

জীবননগর কালা গ্রামে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা না থাকায় জনদুর্ভোগ চরমে

জীবননগর উপজেলার মনোহরপুর ইউনিয়নের কালা গ্রামের দক্ষিণ পাড়ায় কালভার্ট থাকলেও পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা না থাকায় জনদুর্ভোগ চরমে পৌঁছিয়েছে। হালকা কিংবা মাঝারি বৃষ্ট হলেই কালা গ্রামের ৩০ টি পরিবারকে পানি বন্দী অবস্থায় জীবন-যাপন করতে হয়।

এদিকে পানি নিষ্কাশনের জন্য একটি কালভার্ট নির্মাণ করা হলেও পানি সেখান দিয়ে বের হবার তেমন কোন ব্যবস্থা না থাকায় ওই মহল্লার সাধারণ মানুষ পানিবন্ধী হয়ে জীবন-যাপন করছে । এমন কি বাড়িতে পানি জমে থাকায় গৃহপালিত পশুপাখিদের নিয়ে পড়তে হচ্ছে চরম বিপদে ।

এদিকে কালা গ্রামের সাধারণ মানুষ পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থার জন্য জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার নিকট একটি লিখত অভিযোগ দিয়েছেন।

ভুক্তোভোগী সামসুল আলম, মাবুদ, সিরাজুল ইসলামসহ একাধীক ব্যক্তি অভিযোগ করে বলেন, আমাদের গ্রামের পানি নিষ্কাশনের জন্য সরকারি ভাবে যে কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে এ জন্য আমরা অনেক খুশি কিন্তু যেখানে কালভার্ট স্থাপন করা হয়েছে তার সামনে একটি পুকুর থাকায় কালভার্টের উপরের অংশ মাটি দিয়ে উচু করে দেওয়া হয়েছে ,যার ফলে পানি যেতে না পারায় আমাদের বাড়ির মধ্যে পানি জমে আছে ফলে আমাদের চলাচল করতে চরম সমস্যার মধ্যে পড়তে হচ্ছে ।

মনোহরপুর ইউনিয়ন পরিষদের ৫নং ওর্য়াড মেম্বর ইদবারী বলেন, কালা গ্রামের দক্ষিণ পাড়ায় বেশ কিছু পরিবার পানি বন্ধী অবস্থায় রয়েছে এটা আমি জানি, ওই খানে একটি কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে পানি

নিষ্কাশনের জন্য কিন্তু ওই পাড়ার কয়েক জন্য ব্যক্তি তাদের নিজেদের স্বার্থের জন্য কালভার্টের মুখে মাটি দিয়ে উচু করে রাখায় পানি বের হতে না পারায় এ সমস্যা হচ্ছে। আমি বিষয়টি চেয়ারম্যানকে জানাবো আশা করি এর সমাধান হয়ে যাবে।

জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার এস এম মুনিম লিংকন বলেন, কালা গ্রামে কয়েকটি পরিবার পানি বন্ধী আছে এমন একটি লিখিত অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ বিষয়ে সরেজমিনে পরিদর্শন করা এবং এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আমি মনোহরপুর ইউপি চেয়ারম্যানকে বলে দিয়েছে।

আলমডাঙ্গায় এক নারীকে হত্যার অভিযোগ

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় স্ত্রীকে শ্বাসরোধ করে হত্যার পর মুখে বিষ ঢেলে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে স্বামীর বিরুদ্ধে। নিহতের নাম হিরা খাতুন (৩৬)।

রবিবার (২০ সেপ্টেম্বর) আলমডাঙ্গার জোড়গাছা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। অভিযুক্ত স্বামী শাহিন (৩০) ঘটনা জানাজানি হলে স্ত্রীর লাশ ফেলে পালিয়ে যান।

জানা গেছে, চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা উপজেলার জোড়গাছা গ্রামের খবির উদ্দীনের ছেলে শাহিন হোসেন গত ৮ বছর আগে দামুড়হুদা উপজেলার রামনগর গ্রামের ফজলুল হকের মেয়ে হিরা খাতুনকে বিয়ে করেন। তাদের সংসারে ৪ বছরের এক পুত্র সন্তান রয়েছে।

গ্রামবাসীরা জানায়, রবিবার শাহিন হোসেন শ্বাসরোধ করে স্ত্রী হিরা খাতুনকে হত্যার পর মুখে বিষ ঢেলে রাখেন। পরে তাঁর স্ত্রী বিষপানে আত্মহত্যা করেছেন বলে প্রতিবেশীদের জানায়।
এরপর গ্রামের মেম্বারসহ কয়েকজনকে প্রভাবিত করে ময়নাতদন্তের সুযোগ না দিয়েই তড়িঘড়ি করে লাশ দাফনের চেষ্টা করে। রাতে খবর পেয়ে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের ব্যবস্থা করেছে।

নিহত হিরা খাতুনের বাবা ফজলুল হক জানান, শাহিন হোসেন পরকীয়ার মত্ত। প্রায় স্ত্রীকে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করত। পরকীয়া প্রেমের কারণে আমার মেয়েকে হত্যা করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ আলমগীর কবীর জানান, খবর পেয়ে পুলিশ লাশ উদ্ধার করেছে। লাশ ময়না তদন্তের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

দর্শনা থানার ওসি চতুর্থ বারের মত জেলার শ্রেষ্ঠ অফিসার

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা থানার ওসি মাহবুবুর রহমান কাজল চতুর্থ বারের মতো চুয়াডাঙ্গা জেলার শ্রেষ্ঠ অফিসার ইনচার্জ হিসেবে মনোনীত হয়েছেন।

গত শনিবার বেলা ১১ ঘটিকার সময় চুয়াডাঙ্গা পুলিশ লাইনের গ্রীল সেটে মাসিক কল্যাণ সভা এবং পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়। জুলাই ও আগস্ট ২০২০ মাস সহ আগামী দিনগুলোতেও এই সাফল্য ধরে রাখার জন্য চুয়াডাঙ্গা জেলার মানবিক পুলিশ সুপার জনাব মোঃ জাহিদুল ইসলাম ওসি মাহবুবুর রহমান কাজল অফিসার ইনচার্জ দর্শনা থানা এর হাতে উপহার হিসেবে ক্রেস্ট এবং নগদ ২০,০০০ টাকা এবং সম্মাননা সার্টিফিকেট তুলে দেন।

ওসি মাহবুবুর রহমান কাজল চতুর্থবারের মতো জেলার শ্রেষ্ঠ অফিসার মনোনীত হওয়ায় এ বিষয়ে তার কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন অন্যায়কে আমি কখনো প্রশ্রয় দিই না। সবসময় সততার সাথে কাজ করে যেতে চাই, তবে দর্শনাবাসী তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করায় আমি চতুর্থবারের মতো চুয়াডাঙ্গা জেলাতে শ্রেষ্ঠ অফিসার হিসেবে মনোনীত হতে পেরেছি, এজন্য দর্শনাবাসীকে ধন্যবাদ জানাই সেই সাথে আপনারা সব সময় তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করবেন তাহলে দর্শনাকে আমি মাদকমুক্ত এবং দুর্নীতিমুক্ত থানা হিসেবে গড়ে তুলতে পারবো।

সবশেষে তিনি বলেন পুলিশ জনগণের বন্ধু এবং সব সময় জনগণের সেবায় কাজ করে যেতে চাই আপনারা ঠিক তথ্য দিন এবং সেবা নিন।

জীবননগরে সম্ভাব্য প্রার্থীরা ছুটছেন ভোটারদের দ্বারে দ্বারে

নির্বাচনের হাওয়া বইতে শুরু করেছে জীবননগর পৌর এলাকার বিভিন্ন ওয়ার্ডে। চায়ের দোকান কিংবা হাট বাজারে সব স্থানেই নির্বাচন নিয়ে চলছে আলোচনার ঝড়। আর মাত্র কয়েক মাস পরেই অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে জীবননগর পৌর সভার নির্বাচন আর এই নির্বাচনকে সামনে রেখে আওয়ামীলীগের তিন জন এবং বিএনপির একজন সম্ভব্য মেয়র প্রার্থীরা ভোটারদের বাড়িতে যেয়ে ঘরোয়া পরিবেশের মাধ্যমে নির্বাচনী বিভিন্ন প্রচার প্রচারনা চালিয়ে যাচ্ছেন ।

এখন দেখার পালা কে হচ্ছেন আগামি দিনে জীবননগর পৌর পিতা বর্তমান মেয়র হিসাবে যিনি আছেন তিনি নাকি নতুনদের মধ্যে কেউ ? তবে সাধারন ভোটারদের অভিযোগ ভোট নেওয়ার সময় প্রার্থীরা পৌর সভায় উন্নয়ন মুলক কাজের আশ্বাস দিলেও নির্বাচনের পর আর কেউ সে কথা মনে রাখে না এ জন্য এবার নির্বাচনে ভোট দেওয়ার বিষয়টি সবাই গুরুত্ব সহকারে এবং প্রাথী দেখের্ ভেবে চিন্তে দেওয়ার কথা ভাবছেন।

এদিকে সম্ভব্য প্রার্থীরা বলছেন পৌর নির্বাচনে জয়লাভ করলে পৌর মেয়র নয় পৌরবাসীর সেবক হিসাবে কাজ করবো,অসাপ্ত কাজগুলো সমাপ্ত করা হবে,সাধারন মানুষের ন্যায্য অধিকার ফিরিয়ে দেওয়াসহ নানা ধরনের উনয়ন্নমুলক কাজ করার আশ্বাস প্রদান করছেন ।

জীবননগর পৌর সভার নির্বাচনে সম্ভব্য প্রার্থীরা হলেন জীবননগর পৌর আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক ও বর্তমান মেয়র জাহাঙ্গীর আলম,জীবননগর পৌর আওয়ামীলীগের সভাপতি গত বার পৌর নির্বাচনে আওয়ামীলীগের দলীয় প্রতিক নৌকার নির্বাচনে পরাজিত ব্যাক্তি নাসির উদ্দিন,জীবননগর পৌর আওয়ামীলীগের সাংগাঠনিক সম্পাদক ও ৭নং ওর্য়াডের তিনবার নির্বাচিত সাবেক পৌর কাউন্সিলার রফিকুল ইসলাম এবং জীবননগর পৌর যুব দলের আহবায়ক ও ৮নং ওর্য়াডের দুইবার নির্বাচিত কাউন্সিলার হযরত আলী। জীবননগর পৌরসভাটি ১৯৯৭ সালে ৯টি

পৌর সেবা নিশ্চিত করবো ।

পৌর সভার মধ্যে যে সমস্থ সমস্যা আছে সেগুলো সমাধান করা হবে । পৌর সভায় যে সমস্থ অসাপ্ত কাজ আছে সেগুলো সমাপ্ত করা হবে । এদিকে নির্বাচনের দিন যত ঘনিয়ে আসছে ভোটারদের কদরটাও বেড়ে চলেছে ।

সংযোগ সড়ক না হওয়ায় চালু হচ্ছে না ব্রিজ

সংযোগ সড়ক তৈরি না হওয়ায় চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার হাজরাহাটি গ্রামে মাথাভাঙ্গা নদীর ওপর নির্মিত ব্রিজটি দেড় বছরেও চালু হয়নি। ব্রিজের হাজরাহাটি অংশে অবৈধ স্থাপনা থাকায় সংযোগ সড়ক হচ্ছে না বলছে এলজিইডি। ফলে দু’পাশের ১০-১৫টি গ্রামের জনগণকে পোহাতে হচ্ছে দূর্ভোগ। এলজিইডির পক্ষে অবৈধ স্থাপনা সরানোর নির্দেশ দিলেও তা সরানো হচ্ছে না। ভুক্তভোগিদের দাবী, দ্রুত সংযোগ সড়ক নির্মাণ করে ব্রিজটি চালু করা হোক।

এলজিইডি সূত্র জানায়, এলাকাবাসীর দীর্ঘদিনের দাবীর প্রেক্ষিতে ২০১৭ সালে চুয়াডাঙ্গার হাজরাহাটি গ্রামে ৯৬ মিটার লম্বা একটি ব্রিজ নির্মাণ কাজ শুরু হয়। ছয় কোটি ৯ লাখ টাকা ব্যয়ে এর নির্মাণ কাজ শেষ হয় ২০১৯ সালের শুরুর দিকে। এরপর পেরিয়ে গেছে প্রায় দেড় বছর। কিন্তু ব্রিজটি চালু করা যায়নি।

এলজিইডি কর্তৃপক্ষ বলছে, ব্রিজের হাজরাহাটি অংশে সরকারি জমিতে কিছু অবৈধ স্থাপনা রয়েছে। কয়েকটি দোকানঘর ও একটি দ্বিতল ভবন রয়েছে। এগুলো অপসারণ করা না হলে সংযোগ সড়ক তৈরি করা যাচ্ছে না। অবৈধ স্থাপনা সরিয়ে নেওয়ার জন্য দখলকারিদের পত্র দেওয়া হয়েছে।

হাজরাহাটি গ্রামের কালাম জোয়ার্দ্দার জানান, বর্তমানে যেখানে ব্রিজ তৈরি হয়েছে সেখানে আগে নৌকা বা বাঁশের সাঁকোয় পারাপার হতো। এলাকাবাসীর দীর্ঘদিনের দাবীর প্রেক্ষিতে ২০১৭ সাথে ব্রিজটি নির্মাণ শুরু হয়। কিন্তু কাজ শেষ না হওয়ায় ব্রিজটি এলাকাবাসীর

কোনো কাজে আসছে না। অন্যদিকে অসমাপ্ত কাজের জন্য পড়ে থাকা নির্মাণ সামগ্রীও নষ্ট হচ্ছে।

হাজরাহাটি গ্রামের সাইফুল ইসলাম পিনু জানান, ব্রিজ চালু না হওয়ায় অন্তত ৩০ কিলোমিটার ঘুরে অনেককে বিকল্প পথে চুয়াডাঙ্গায় যাতায়াত করতে হয়। তাছাড়া, ব্রিজের দুপাশ রয়েছে ঝুকিপূর্ণ। কাজ অসমাপ্ত থাকায় প্রায়ই ঘটছে দূর্ঘটনা। পায়ে হেটে যাতায়াতেও ঝুঁকি নিতে হচ্ছে।

শিয়ালমারী গ্রামের আব্দুল হালিম ও লিটন আলী জানান, শিয়ালমারী, বটিয়াপাড়াসহ বিভিন্ন গ্রামের হাজার হাজার মানুষ এই ব্রিজ পার হয়ে চুয়াডাঙ্গায় যাতায়াত করে। ব্রিজের দু’পাশ অসমাপ্ত হওয়ায় তা ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। এ অবস্থায় ব্রিজে পায়ে হেটে যাতায়াত করতেও ঝুঁকি নিতে হয়।

অভিযুক্ত অবৈধ স্থাপনাকারী হাজরাহাটি গ্রামের হাতেম আলী বলেন, ‘আমার বিল্ডিঙের যে অংশ বাড়তি ছিলো তা ভেঙে নেয়া হয়েছে। এখন আর অসুবিধা থাকার কথা নয়। আমিও চাই রাস্তাটি হোক।’

চুয়াডাঙ্গা এলজিইডির নির্বাহী প্রকৌশলী অমিতাভ সানা জানান, ব্রিজটির হাজরাহাটি প্রান্তে যেসব জমিতে অবৈধ স্থাপনা রয়েছে সেগুলো দখলমুক্ত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। অচিরেই অবৈধ স্থাপনা সরিয়ে শেষ করা হবে নির্মাণ কাজ। এর ফলে গ্রামবাসীরাও ব্রিজের সুফল ভোগ করবে।